৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

পাঠ্যপুস্তক সংকট চলছেই

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বই সংকটের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বই সংকট কেবল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরাও তাদের জন্য সরবরাহকৃত বিনামূল্যের বই পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে বোর্ডের বই ছাপার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বর্তমান সরকার সে ব্যবস্থা বহাল রাখেন। আশা করা গিয়েছিল তাতে বই মুদ্রণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে চলে আসা দুর্নীতি, জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা দূর হবে। কিন্তু খবরাখবর যেরকম পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় না পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়নি। নতুন ব্যবস্থার অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বই ছাপা হওয়া নাকি তার একটা কারণ। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নাকি বইয়ের সন্ধানে নানা জায়গায় ছুটতে হচ্ছে।

সেই পুরাতন চিত্রঃ লাইব্রেরীতে বই মিলছে বেশি দামে, সঙ্গে নোট বইও নাকি নিতে হচ্ছে। যে কারণেই হোক, মার্চ মাসেও যে ছাত্রছাত্রীরা বই পায়নি তারা সত্যিই দুর্ভাগা। এই ছাত্রছাত্রীরা কি করে তাদের প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে, তার উত্তর কে দেবেন।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। কিন্তু তার আওতায় বিদেশী সাহায্যে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের বিতরণ সরকার কখনোই সুষ্ঠুভাবে করে উঠতে পারেননি। ব্যবহৃত পুরনো বই সংগ্রহ করে বিতরণের যে কর্মসূচি নেয়া হয়েছে, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল, এখনো আছে।

সব মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তক হাতে না পাবার কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম যে ব্যহত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে জবাবদিহি করার জন্য যারা রয়েছেন, তাদেরকে যেন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হয়। পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাতে পৌছানোর ক্ষেত্রে প্রতিটি সরকার কমবেশি যে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে তা খুবই বেদনাদায়ক। শিক্ষা ব্যবস্থার হাজারো কঠিন সংকটের সাথে অনেকটা গাফিলতি ও সমন্বয়হীনতার জন্য যে পাঠ্যপুস্তক সংকট প্রতিবার দেখা দিচ্ছে, তাকে কোন স্বাভাবিক ঘটনা বলা যায় না।